গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু (৪৮) ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রবিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে (সোমবার ভোরে) রাজধানীর পান্থপথে অবস্থিত বিআরবি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী রেখে গেছেন।

ইনসারুল হক ইন্সু গাংনী পৌর শহরের বিশ্বাসপাড়া এলাকার প্রয়াত আব্দুল করিম মালিথার ছেলে।

জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইনসারুল হক ইন্সু খাদ্যনালীর জটিলতায় ভুগছিলেন। তার খাদ্যনালী শুকিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তিনি কিছুই খেতে পারতেন না। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি ঢাকার বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রেসার ক্রমাগত নিম্ন থাকায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইনসারুল হক ইন্সুর ভাই, বিএনপি নেতা ইনামুল হক জানান, আজ সোমবার

বিকেল ৩টায় গাংনী হাইস্কুল মাঠে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে গাংনী কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

জমির দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার নাটক

৪০ বছরের ভোগ দখল করা জমি হঠাৎ অবৈধ দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একটি চক্র। ধইঞ্চা কাটার অভিযোগা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জমি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওই চক্রটি।

তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জমির মালিককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার নলগাড়ি মাঠে ঘটেছে।

এনিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে জমির উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জমির মালিক হেলাল উদ্দীন মাস্টার। এসময় তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া ও দুলর্ভপুর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জমির মালিক হেলাল উদ্দীন বলেন, ১০১৫ দাগে আমার দাদার নামে ক্রয়সূত্রে ৫৫ শতক জমি রয়েছে। আমার দাদা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহমেদ আলী, আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও তাদের উত্তরসরিদের কাছ থেকে কেনেন। দীর্ঘ ৪০ বছর এই জমি আমরা ভোগ দখল করে আসছি। অথচ, পট পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দু:স্কৃতিকারীর দাবী করছে এই জমি তাদের।

প্রায় ৪০ বছর যাবৎ আমার দাদার ওয়ারিশ আমার বাবা ও চাচারা ভোগ দখল করে আসছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ওই জমিতে সবুজ সার তৈরী করতে আমরা ধইঞ্চা বুনেছিলাম। কয়েকদিন আগে সেটা কেটে জমিতেই পচান দিয়েছি। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ধান লাগাবো। এর মধ্যে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জিয়াউল হক, সেন্টু, জাহাঙ্গীর ও লাল্টু বলছে এই জমি আমাদের।

অথচ, বিগত ৪০ বছরের মধ্যে কোনোদিন তারা বলেনি এই জমি তাদের। আমরা এই জমিতে ধইঞ্চা বুনেছি ধান লাগাবো বলে। অথচ, এখন তারা

বলছে ধইঞ্চা তারাই লাগিয়েছে, আমরা রাতের আধারে কেটে দিয়েছি। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আমরাই ধইঞ্চা কেটেছি এজন্য আমাদের দৃষ্টান্তমুলক দাবী জানাচ্ছেন। আমার পৈত্রিক জমিতে অবৈধভাবে কয়েকজন সাংবাদিক এনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা ক্ষেত কর্তনের অভিযোগ তুলেছেন। জমিটি তার দাবি করে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা আমরা কেটে দিয়েছি বলে দাবী করেন। যা মিথ্যা ও সাজানো নাটক। এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

তবে, বেশ কয়েকজন পার্শ্ববতি জমির মালিক বলেন, আমরা ৩৫/৪০ বছর যাবৎ এই জমিটি হেলাল মাস্টার ও তাদের বাপ চাচাদের আবাদ করতে দেখেছি। তবে, তারা বলেন, জিয়াউল, লাল্টুসহ অন্যান্যরা এই জমির পাশের ১০১৩ দাগ ৭ শতক জমি পাবে। অথচ, তারা পুরো ৫৫ শতক জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং হেলাল মাস্টারদের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার মিথ্যা নাটক সাজাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক হেলাল উদ্দীন অভিযোগ করেন, তেরাইল মৌজার আরএস খতিয়ান ১৫৭৫, দাগ নম্বর ১০১৩ দাগভুক্ত ৭ শতক জমি তার দাদা বাদল শেখের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ধইঞ্চার জমিটি ১০১৫ দাগে আমার বাবা ও চাচার জমি ৫৫ শতক। দীর্ঘদিন ধরে তারা আমরা এই জমি ভোগদখল করে আসছি। জমিটি নিয়ে বর্তমানে আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।

এবিষয় নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে শালিস বৈঠক করেছেন। এনিয়ে মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করেছে।

আজ শনিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কের মাঝখানে একটি ইপিলইপিল বাগানে অভিযান চালিয়ে ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়।

২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির মেজর রাব্বি এবং গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিয়মিত একটি টহল দল পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে টহল দেওয়ার সময় অজ্ঞাত কিছু লোক সেনাবাহিনীর টিমকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে ।

গাংনীতে আইবিডব্লিউএফ’র ব্যবসায়ী সম্মেলন ও কমিটি গঠন

মেহেরপুরের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস বিজনেসম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আইবিডব্লিউএফ) এর গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার দ্বিবার্ষিক ব্যবসায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়।

আজ শনিবার সকালে গাংনী আলেয়া মাদ্রাসা হলরুমে এ সম্মেলন ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠিত হয়।

পেশাজীবী সংগঠন আদর্শ শিক্ষক পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইবিডব্লিউএফ’র যশোর ও কুষ্টিয়া জোনের পরিচালক আব্দুল মতিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির ও জামায়াত মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দীন খান, মেহেরপুর-২ আসনের প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের শূরা সদস্য নাজমুল হুদা, পেশাজীবী সংগঠনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ আল আমিন ইসলাম বকুল এবং আইবিডব্লিউএফ’র জেলা শাখার সভাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

সম্মেলন শেষে ফকির মোহাম্মদকে সভাপতি ও হাসান সাঈদ সরোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে গাংনী উপজেলা কমিটি এবং মনিরুল ইসলামকে সভাপতি ও আবদুস সালামকে সম্পাদক করে পৌর শাখার আইবিডব্লিউএফ কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় গাংনী উপজেলা ও পৌর এলাকার প্রায় দেড় শতাধিক ব্যবসায়ী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী হাসপাতালের তদন্ত প্রতিবেদন জমা হবে আজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পাঠানোর অভিযোগে একটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠণ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সে প্রতিবেদন আজ শনিবার জমা দেওয়া হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। গত ২৯ জুন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রাণী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের নির্দেশে এ কমিটি কমিটি গঠণ করেন।

হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) হাবিবুর রহমানকে সভাপতি করে ৩ সদস্যর কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন- জুনিয়র

কনসালটেন্ট খোকন রেজা ও মেডিকেল অফিসার তাসমেরি খাইরুন নাহার। কমিটিকে চার কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তদন্ত শেষ হয়েছে। আগামীকাল (আজ) শনিবার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু তদারকির অভাবে সরকারের বিনিয়োগের অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, রোগীদের প্রায় ৯৮ ভাগ পরীক্ষায় এখানে না করে চিকিৎসকের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়। এসব কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পান বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেনসহ কয়েকজন চিকিৎসক নিয়মিত রোগীদের নিজেদের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠান।

এমনকি একজন চিকিৎসকের দাবি, কিছু চিকিৎসক এমন সব পরীক্ষা লিখে দেন যেগুলোর প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র কমিশনের জন্য।ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন সরেজমিনে দেখা গেছে, ডা. ফারুক হোসেন নিয়মিত রোগীদের ‘মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে’ পাঠাচ্ছেন।

ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীরা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রোগীদের সেখানে নেওয়ার কাজ করছেন। জানা যায়, ডা. ফারুক হোসেন অবসরে গিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত চেম্বার করেন।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ

সম্পাদক গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে তার উত্তরপাড়ার বাড়িতে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তবে, কি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে এখনো জানাননি তিনি। তার বিরুদ্ধে মামলাগুলো যাচাই বাছাই করার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানান ওসি।

যুবলীগ নেতা শফি কামাল পলাশ গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক।

জানা গেছে, জুলাই আগষ্ট বিপ্লবের পর শফি কামাল পলাশ দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে চলছিলো। তার বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলাসহ বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে।

শফি কামাল পলাশ বর্তমানে গাংনী থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন।

গাংনীতে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে সংঘর্ষে নারীসহ আহত-৫

মেহেরপুরের গাংনীতে পৈত্রিক জমি নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, ইউনুস আলী (৭০) ও তার স্ত্রী জয়নব আরা (৬০), ছেলে হাসানুজ্জামান (৩১)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মহসিন আলী (৮০), তার স্ত্রী হানুফা (৬৫), ছেলে রিপন হোসেন (৩০)।

আহত ইউনুস আলী জানান, আমার জমি জোর করে তারা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল আমার বড় ভাই মহসিন আলী। তাকে নিষেধ করাই সে আমার উপর হামলা চালায়। এতে আমার স্ত্রী ও ছেলেসহ আমি মারাত্বক আহত হয়েছি।

এদিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে আরেক দফা হামলা করে মহসিন আলীর লোকজন। এদিকে ইউনুস আলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক এম কে রেজা।

এঘটনায় উভয় পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মুচলেকায় মুক্তি পেলেন বিএনপি নেতা জাফর আলী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক জাফর আলীকে (৫৯) মুচলেকায় পরিবারের কাছে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বানী ইসরাইল।

তিনি জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাফর আলীর বড় ভাই বজলুল হকের জিম্মায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য: শুক্রবার ভোরে তার নিজবাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল,একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনীতে অস্ত্রসহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্পাদক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীকে (৫০) আটক করেছে সেনাবাহীনির গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা।

আজ শুক্রবার ভোরে তার নিজ বাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এলাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা জাফর আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ তল্লাশি করা হয়। এসময় বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে গাংনী সেনাক্যাম্পে নেয়া হয় এবং পিস্তলের প্রকৃত মালিকানা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও তিনটি ককটেলসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, জাফর আলীকে থানায় হস্তান্তর করেছে সেনাবাহিনী। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনব্যাপী এই মেডিকেল ক্যাম্প পল্লী কর্ম

সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় কাজিপুর শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

কাজিপুর ইউনিয়নের সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাইনী, মেডিসিন, চর্ম, যৌন ও অ্যালার্জি বিষয়ক এই স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ১১৭ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম) মোঃ সাইফুল ইসলাম, সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ রাকিবুল ইসলাম, কাজিপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি মোঃ আঞ্জুমান ইসলাম, সদস্য মোঃ কেতাব আলী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ আব্দুল হাদীসহ অনেকে।